এক দিবসীয় আন্তর্জালিক রাজ্য-স্তর আলোচনাচক্র

বিষয়: দুই বাংলার সাহিত্যে আন্দোলন

তারিখ: ২৪ জুন, ২০২৩

সময়: সকাল ১০: ৩০

রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ

কান্দি, মুর্শিদাবাদ

আয়োজক: বাংলা বিভাগ

সহযোগিতায়:

অভ্যন্তরীণ মূল্যমান নির্ণায়ক পরিষদ,

রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ

রেজিস্ট্রেশন লিংক: https://forms.gle/ZsbL97VEBdB9Jy7

নিবন্ধনের সময়সীমা ২৩.০৬.২০২৩ সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত

নিবন্ধন বিনামূল্যে

অংশগ্রহণকারীদের সকলকে ই-সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

প্ল্যাটফর্ম :গুগল মিট

এক নজরে আমাদের মহাবিদ্যালয় –রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজের নাম প্রারম্ভিকভাবে ছিল কান্দি রাজ কলেজ অফ কমার্স। ১৯৬৫ সালের ১৬ অগাস্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত এই কলেজের পথ চলা শুরু হয় কান্দি রাজ কলেজের সান্ধ্য শাখা হিসাবে। কান্দি মহকুমা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের বাণিজ্য শাখায় পড়াশোনার চাহিদাকে মাথায় রেখেই মহাবিদ্যালয়ের প্রস্তাবনা। ১৯৭৩ সনের ২ মার্চ থেকে কলেজের নতুন নামকরণ হয় রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ অফ কমার্স। ১৯৭৭ এর জুলাই মাস থেকে কলেজ প্রাতঃ বিভাগ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমান অবস্থানে মহাবিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয় ১৯৯৮ এর এপ্রিল মাসে। দীর্ঘদিন যাবৎ স্থানীয় শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষানুরাগীগণের চাহিদা ছিল মহাবিদ্যালয়ে স্নাতকস্তরে কলা বিভাগের প্রবর্তন। মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ১৯৯৮ সাল থেকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক স্তরে কলা বিভাগের সাধারণ পাঠক্রমের পঠনপাঠন সূচনা হয়। পুনরায় ২০০২ সালে কলেজের নামকরণ করা হয় রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ হিসাবে। বর্তমানে এখানে পূর্ণরূপে কলা ও বাণিজ্য শাখার পঠনপাঠন হয়ে থাকে।

আমন্ত্রিত বক্তা

অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম,
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
সমন্বয়-সাধক, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ,
মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. শ্রীতম মজুমদার,
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম বর্ধমান।

বিষয় ভাবনা: জায়মান জীবনের কথকতা হল সাহিত্য। আর জীবনের গতি সততই উপলব্যথিত। প্রতি পদক্ষেপেই লুকিয়ে থাকে ক্ষমতাতন্ত্রের পিচ্ছিল চোরাটান। শোষণযাপনের নগ্ন অথবা অলংকৃত বয়ানকে সাহিত্য তো অস্বীকার করেনি কোনো যুগেই। জীবনের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই পাঠকৃতির কালান্তরের পারানি মেলে। প্রতাপের উপকণ্ঠে অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর পুঞ্জ হয়ে ওঠে দিনে দিনে। শোষিত বঞ্চিত দলিত লুপ্ত হতে বসা মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা যোগায় সাহিত্য, আশা যোগায় সাহিত্য। আন্দোলনের সুদর্শন আয়ুধই হ'ল সাহিত্য। দুই মলাটের অন্তরালে সে এক ক্ষুরধার খড়্গ। আঁধার অসুরকে সে প্রতিস্পর্ধা জানায় অবলীলায়। আখর বড় সংক্রামক। সে যন্ত্র এবং তন্ত্রের বিকারকে গোড়া থেকে টান দেয়। সাহিত্য একাধারে অশ্রু ও অশনির অভিলেখাগার। আবার কখনো বা সরাসরি আন্দোলনের প্রজায়িনী। আর উভয় বাংলাই অজস্র আন্দোলনের পীঠস্থান। চৈতন্যের গণ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার প্রথম লড়াই, সিপাহি বিদ্রোহ হোক বা স্বদেশি আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ থেকে নকশাল মুভমেন্ট। তেভাগা কিংবা খাদ্য আন্দোলন। উলগুলান হোক কিংবা সাঁওতাল বিদ্রোহ, ভাষা আন্দোলন হোক বা মুক্তিযুদ্ধ। বাংলা সাহিত্য এইসব আন্দোলনের বৃত্তান্ত আত্তীকরণ করেই হয়ে ওঠে অগ্নিসম্ভব। একদা নিষিদ্ধ দেশের নিষিদ্ধ কথাই দৃপ্ত স্লোগান, ক্ষিপ্ত ধনুক—এই আলোচনাচক্রের নির্যাস।

মুখ্য পৃষ্ঠপোষক:
শ্রী অপূর্ব সরকার,
সভাপতি পরিচালন সমিতি, এবং বিধায়ক, কান্দি বিধানসভা কেন্দ্র

পৃষ্ঠপোষক:
শ্রী জয়দেব ঘটক,
সদস্য, পরিচালন সমিতি এবং পৌরপিতা, কান্দি পৌরসভা

সভাপতি:
ড. অতীশ চন্দ্র ঘোষ,
অধ্যক্ষ, রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ

উপদেষ্টামণ্ডলী:

- ড. প্রদেশ ঘোষ, *সহযোগী অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ*
- ড. শ্রীজিতা মুখার্জী, *আহ্বায়ক, ন্যাক কমিটি এবং সহকারী অধ্যাপক ভূগোল বিভাগ*
- ড. বিকাশ দাস, *সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ*
- ড. মকবুল রহমান, *আহ্বায়ক, অভ্যন্তরীণ মূল্যমান নির্ণায়ক পরিষদ এবং গ্রন্থাগারিক*
- ড. সুজয় বীরবংশী, *সম্পাদক, শিক্ষক সংসদ এবং সহকারী অধ্যাপক শারীরশিক্ষা বিভাগ*
- শ্রী হরি সাধন চৌধুরী, *সহকারী সম্পাদক, শিক্ষক সংসদ এবং স্যাক্ট,*

কার্যনির্বাহী সম্পাদক:

শ্রীমতী শ্রুতি মুখার্জ্জী, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ*

উপস্থাপক:

শ্রী রাজীব কুমার দত্ত, *স্যাক্ট, বাংলা বিভাগ*

কার্য-নির্বাহক সমিতি:

- শ্রীমতী ইরানি মণ্ডল, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ*
- শ্রী অপূর্ব কুমার মণ্ডল, *স্যাক্ট, বাংলা বিভাগ*
- শ্রী রুদ্রদেব মণ্ডল, *স্যাক্ট, বাংলা বিভাগ*
- শ্রীমতী শুভশ্রী দাস, *স্যাক্ট, বাংলা বিভাগ*